Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

ন্যায় মতে আত্মা

DR. DIBAKAR MANNA,
ASSISTANT PROFESSOR,
TARAKESWAR DEGREE COLLEGE,
TARAKESWAR, HOOGHLY, (W. B.), INDIA

ভূমিকাঃ-

ভারতীয় দর্শনে প্রায় সকল সম্প্রদায়ই দর্শনই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, আত্মা আসলে কী—তা নিয়ে তাদের মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। **চার্বাক** সম্প্রদায় অত্যন্ত বাস্তববাদী। তাদের মতে, আলাদা কোনো আত্মা নেই; চেতনাযুক্ত এই মানবদেহই হলো আত্মা। **জৈন** সম্প্রদায় চার্বাকদের মত অস্বীর করে তারা বলেন, আত্মা দেহ নয়, বরং এটি একটি সচেতন উপাদান। শরীরের আকার যেমন হয় (ছোট বা বড়), আত্মার পরিমাপও সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। **বৌদ্ধ** সম্প্রদায় কোনো চিরস্থায়ী বা অমর আত্মায় বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে, পাঁচটি উপাদানের (পঞ্চস্কন্ধ) সমষ্টিই হলো আত্মা। **সাংখ্য** মতে, চেতনা আত্মার কোনো আলাদা গুণ নয়, বরং চেতনাই হলো আত্মার আসল রূপ (স্বরূপ)। পাশাপাশি, তারা মনে করেন পৃথিবীতে আত্মা অনেক (আত্মার বহুত্ব)। **অদ্বৈত বেদান্তীগণ** সাংখ্যের মতো তারাও চেতনাকে আত্মার আসল রূপ বলে মানেন, কিন্তু তারা আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন না। তাদের মতে, আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। **বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তীগণ** এর মতে, চেতনা হলো আত্মার একটি চিরস্থায়ী বা নিত্য গুণ, তবে চেতনাকে আত্মার মূল রূপ (স্বরূপ) বলা যাবে না। **নৈয়ায়িকগণ** চার্বাক ও বৌদ্ধদের মত খণ্ডন করে নৈয়ায়িকেরা বলেন, আত্মা হলো এমন একটি আধার বা বস্তু যার মধ্যে চেতনা বা জ্ঞান আশ্রয় করে থাকে। তবে চেতনা আত্মার চিরস্থায়ী রূপ নয়, এটি বাইরে থেকে আসা একটি সাময়িক গুণ (আগন্তুক গুণ)। **মীমাংসকগণ** সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া মোটামুটিভাবে ন্যায় দর্শনের এই মতটিকেই সমর্থন করেন। বিশেষভাবে বলতে গেলে, ভারতীয় দর্শনে দেহই আত্মা, নাকি দেহাতিরিক্ত কোনো চিরন্তন সত্তাই আত্মা—এই নিয়ে চার্বাকদের সাথে অন্য সব অধ্যাত্মবাদী দর্শনের মূল পার্থক্য গড়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল **'ন্যায় মতে আত্মা'**। তাই আলোচনার পারিপাঠ্য রক্ষার অনুরোধে তা আলোচনার করবার অবকাশ হয়েছে। **ন্যায় মতে, আত্মাকে জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয় বলা হয়। জ্ঞানাধিকরণম্ আত্মা।** জ্ঞান একটি গুণবিশেষ। গুণ মাত্রেই দ্রব্যাশ্রিত। জ্ঞান নামক গুণটি পৃথিব্যাদি দ্রব্যে থাকতে পারে না। অতএব ঐ গুণের আধার রূপে আত্মা নামক একটি পৃথক দ্রব্য অবশ্যই স্বীকার্য।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

আত্ম-স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। সকল দর্শনেই আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কিন্তু সকলে আত্মা বলতে এক রকম দ্রব্য বোঝেন না। সাধারণতঃ আত্মার পরিচয় দেওয়ার জন্য অনুভব, যুক্তি ও শ্রুতিবাক্যের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। 'অনুভব' বলতে সাধারণতঃ 'অহং' প্রত্যয় বা 'আমি' বোধকে বোঝান হয়। লোকে যাকে 'আমি' বলে বোঝে তাই আত্মা। এরূপ অনুভবের দ্বারা আত্মার পরিচয় আত্মার যথার্থ স্বরূপকে তুলে ধরতে পারে না। কারণ, 'আমি' বা 'অহং' শব্দটি নির্দিষ্ট কোন একটিমাত্র বস্তুকে সব সময় বোঝায় না। যেমন, 'আমি একজন মানুষ', 'আমি একজন ব্রাহ্মণ', 'আমি মোটা', 'আমি রোগা' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগের স্থলে 'আমি' বা 'অহং' শব্দের দ্বারা স্থুল শরীর বা দেহকে বোঝান হয়েছে। এই অর্থে আত্মা দেহের সাথে অভিন্ন বলে মনে হয়। অনেকে এরূপ মত পোষণও করেন। তাঁদের মতকে দেহাত্মবাদ বলা হয়। এই মতের অপর নাম ভূতচৈতন্যবাদ। চৈতন্য বা চেতনা দেহের ধর্ম। যকৃৎ যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, দেহও তেমনি চৈতন্য উৎপন্ন করে। দেহ বিভিন্ন ভূতের অর্থাৎ পৃথিব্যাদি উপাদানের সমষ্টি মাত্র। কাজেই দেহাত্মবাদে দেহকেই আত্মা বলা হয়েছে এবং এরূপ বলার পিছনে উপরোক্ত অনুভবকে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ আত্মা বলতে ইন্দ্রিয়কে বুঝেছেন। যেমন, 'আমি অন্ধ' 'আমি বধির' ইত্যাদি স্থলে 'আমি' শব্দের দ্বারা যে আত্মার অনুভব হয় তা চক্ষু বা কর্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিশেষ। এই মতকে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ বলা হয়। আবার 'আমি ভীত' 'আমি লজ্জিত' ইত্যাদি অনুভবের মূলে যে 'আমি' বা আত্মা তার অর্থ মন। এই মতকে মনাত্মবাদ বলা যায়। যদিও মন ইন্দ্রিয়বিশেষ তথাপি বহিরিন্দ্রিয়ের সাথে তার পার্থক্য আছে। তাই ইন্দ্রিয়াত্মবাদ থেকে মনাত্মবাদকে পৃথকভাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

দেহ ও আত্মা এক নয়ঃ-

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, কেবল অনুভবের দ্বারা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। কেননা 'আমি' বা আত্মা সম্পর্কে এক একজনের অনুভব এক একরকম। **কাজেই আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে হলে অনুভব ছাড়াও যুক্তির প্রয়োগ করতে হয়।** যুক্তির সাহায্যে আমারা জানতে পারি যে, দেহকে আত্মা বলা যায় না। কেননা তাহলে দেহের কোন একটি অঙ্গ বিনষ্ট হলে আত্মাও বিনষ্ট হবে, এমন কথা মানতে হবে। তাৎপর্য এই যে, দেহকে আত্মা বলা হলে ঐরূপ আত্মা মৃত্যুকাল পর্যন্ত এক ও অবিকল বলে মানতে হবে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য ভেদে দেহ ভিন্ন হতে দেখা যায়। বাল্যের শরীরকে যৌবনে বা বার্ধক্যে প্রায়শই চেনা যায় না। বাল্য শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় এমন কথা বলা যায় না। শরীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হলেও আত্মাকে ভিন্ন বলা যায় না। আমার বাল্যের শরীর, আমার কৈশোরের শরীর, আমার যৌবনের শরীর, আমার

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

বার্ধক্যের শরীর ভিন্ন হলেও ওগুলি আমারই প্রকারভেদ মাত্র। অর্থাৎ 'আমি' বা আত্মা সকল ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয়ভাবে উপস্থিত। নইলে ভিন্ন ভিন্ন শরীর আমার শরীর এরূপ অপ্রতিহত অনুভব উৎপন্ন হত না। তাছাড়া আমরা বাল্যে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ কৈশোর বা অন্যকালে করে থাকি। যে কোন বিষয় পূর্বে অনুভব করে, সেই পরবর্তীকালে সেই বিষয়ে স্মরণ করতে পারে-এই নিয়ম সকলেই মানতে বাধ্য। বাল্য শরীর কৈশোরে বা যৌবনে না থাকায় বাল্যে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ কৈশোর বা যৌবনে সম্ভব হতে পারে না। অথচ ঐরূপ স্মরণ আমাদের হতে দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, দেহের কোন অঙ্গ বিনষ্ট হলে যদি আত্মাও বিনষ্ট হয়, তাহলে অক্ষত অঙ্গবিশিষ্ট পূর্বেকার অভিজ্ঞতা অঙ্গহীন অবস্থায় স্মরণ করা সম্ভব বলা চলে না। কিন্তু আমাদের এরূপ স্মরণ হয়। সুতরাং বলতে হবে যে, দেহ ও আত্মা এক নয়।

আত্মা ইন্দ্রিয় নয়ঃ-

যুক্তির সাহায্যে ইন্দ্রিয়ও যে আত্মা হতে পারে না তা বোঝা যায়। আমাদের সকলেরই আত্ম-অভিন্নতার (self-identity) বোধ বা প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) থাকে। যেমন, আমরা বলি যে, 'যে আমি ঘটটি দেখেছিলাম, সেই আমি এখন ঐ ঘটটিকে স্পর্শ করছি।' এই ক্ষেত্রে দর্শনের কর্তা ও স্পর্শনের কর্তার মধ্যে অভিন্নতার বোধ থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এই অভিন্নতার বোধের সাহায্যে স্মরণের উপপত্তি হয়। কিন্তু আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের সাথে অভিন্ন মানা হলে উপরোক্ত স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা কাজটি হয়েছে তা যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করা হয়েছে তার থেকে ভিন্ন। আলোচ্য ক্ষেত্রে, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়কে স্পর্শেন্দ্রিয় স্মরণ করছে এরূপ অর্থ দাঁড়ায়। এরূপ স্বীকার করা হলে একজন যা প্রত্যক্ষ করে অপরে তা স্মরণ করতে পারে এরূপ অসম্ভব কথা মানতে হয়। ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা হলে **প্রশ্ন হবে: প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই কি আত্মা? অথবা, পাঁচটি মিলিতভাবে একটি আত্মা?** প্রথম বিকল্প স্বীকার করা হলে পাঁচটি পৃথক আত্মা মানতে হবে। সেক্ষেত্রে চক্ষু নামক আত্মার দৃষ্ট পদার্থকে স্পর্শ করার সময় ত্বগিন্দ্রিয় নামক আত্মা কিরূপে জানবে যে ঐ পদার্থটি পূর্বে দৃষ্ট হয়েছিল? তাছাড়া, যে বিষয়টি পূর্বে চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছিল, দৈবাৎ চক্ষু নষ্ট হয়ে গেলে ঐ বিষয়ের স্মরণ ব্যাখ্যা করা যাবে না। কেননা চক্ষু-রূপ আত্মার বিনাশে কিরূপে স্মরণ সম্ভব হবে? আরও বক্তব্য এই যে, পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে পাঁচটি আত্মা বললে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়-রূপ আত্মা একই সময়ে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, তখন শরীরকে হয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত হতে হবে, নয় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হবে। কোন পক্ষই যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। **দ্বিতীয় বিকল্পটি, অর্থাৎ পাঁচটি ইন্দ্রিয় মিলিতভাবে আত্মা,** স্বীকার করা হলে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের বিনাশে আত্মার এক পঞ্চমাংশ বিনষ্ট হবে বলে

মানতে হবে। সেক্ষেত্রে আত্মার বিনাশিত্ব মানা ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ আত্মাকে বিনাশী পদার্থ বলা যায় না।

মন আত্মা নয়ঃ-

যুক্তির দ্বারা মনও যে আত্মা হতে পারে না তা জানা যায়। মন অনু পরিমাণ। আর অনু পরিমাণের প্রত্যক্ষ হয় না। মনকে আত্মার সাথে অভিন্ন বললে সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হতে পারবে না। কেননা মন অনু পরিমাণ হওয়ায় অতীন্দ্রিয় এবং তার গুণ ও অতীন্দ্রিয়। অথচ সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ সকলেই স্বীকার করেন। আত্মার অনু পরিমাণত্ব নিরাস করেও মনের আত্মত্ব নিরাস করা যায়। আত্মা অনু পরিমাণবিশিষ্ট হতে পারে না। যে অনু পরিমাণবিশিষ্ট হয় সে সম্পূর্ণ শরীরকে পরিব্যাপ্ত করে থাকতে পারে না। কিন্তু সুখ দুঃখের উপলব্ধি সম্পূর্ণ শরীরেই হয়ে থাকে। শীতকালে প্রবাহিত শৈত্যবায়ুর সাথে শরীরের সংস্পর্শ ঘটলে সারা শরীরে শৈত্যের অনুভব হয়। গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ুর সাথে শরীরের সংযোগ ঘটলে সারা শরীরেই উষ্ণতার বোধ হয়। এরূপ অনুভবের উৎপত্তির জন্যই আত্মাকে অনু পরিমাণ বিশিষ্ট বলা যায় না। তাছাড়া আত্মাকে অনু পরিমাণ মানা হলে আত্মার সুখাদি গুণকেও অতীন্দ্রিয় বলতে হয়। এজন্যও আত্মাকে অনুপরিমাণবিশিষ্ট বলা যায় না। কিন্তু মন অনুপরিমাণবিশিষ্ট। অতএব মনকেও আত্মা বলা যায় না।

প্রাণ আত্মা নয়ঃ-

আত্ম-স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তা সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত -- **নিরতিশয় প্রিয়ত্ব** ও **জ্ঞান**। যে বস্তু নিরতিশয় প্রিয় অর্থাৎ যার চেয়ে প্রিয়তর কোন অন্য বস্তু নেই তাই আত্মা। এই অর্থে প্রাণই আত্মা বলা হয়। কেননা প্রাণের চেয়ে অধিকতর প্রিয় কিছু থাকতে পারে না। আমাদের সকল প্রকার প্রবৃত্তির মূলে রয়েছে এই প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা প্রাণের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম। কিন্তু এই যুক্তিও আত্মার স্বরূপ নিঃসংশয়ে নির্ণয় করতে পারে না। কোন্ বস্তু সর্বাপেক্ষা প্রিয় তা স্থির করা বড়ই কঠিন। তাছাড়া সকল প্রাণীর পক্ষে একই বস্তু নিরতিশয় প্রিয় হবে এমন দেখা যায় না। যে প্রাণ সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয় সেই প্রাণ প্রিয়জনের জন্য অক্লেশে বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব নয়। কালবিশেষে প্রীতির ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। আজ যা সবচেয়ে প্রিয় ভবিষ্যতে তা প্রিয় বলে বোধ না-ও হতে পারে। অন্য কোন বস্তু সমধিক প্রিয় রূপে স্থান অধিকার করাও আশ্চর্য নয়। মোট কথা, **নিরতিশয়-প্রিয়ত্বের যুক্তির দ্বারা আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না।** সকলের আত্মা একজাতীয় বললে যুক্তিসহ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। নিরতিশয়-প্রিয়ত্বের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রাণীর আত্মা বিভিন্ন জাতীয় বললে অসুবিধা দেখা দেয়। কাজেই

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

নিরতিশয়-প্রিয়ত্ব ছাড়াও আত্মার প্রকৃত পরিচয় বা স্বরূপের জন্য অন্যপ্রকার যুক্তির অনুসন্ধানও প্রয়োজন। এই প্রকার যুক্তি হ'ল: **জ্ঞান যার ধর্ম তাই আত্মা**। জ্ঞান, বুদ্ধি, মতি, উপলব্ধি, বোধ, চৈতন্য, চেতনা ইত্যাদি পর্যায় বা সমার্থক শব্দ। এর যে কোনটিই আত্মার যথার্থ পরিচায়ক। এই জ্ঞান বা চেতনা নামক ধর্মটি কার-এরূপ সন্দেহ হলে অনুভব ও যুক্তির দ্বারা ঐ সন্দেহ দূর করা সম্ভব। এইজন্য অনুভব ও যুক্তিকে আত্মার পরিচয় প্রদানে সহায়ক বলতেই হয়।

সূক্ষ্ম শরীরও আত্মা নয়ঃ-

'আত্মন্' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচারের দ্বারাও আত্মার স্বরূপ জানার চেষ্টা করা যায়। আত্মন্ শব্দটি গমনার্থক। 'অত' ধাতু 'মন্' প্রত্যয় দ্বারা আত্মন্ শব্দটি পাওয়া যায়। এর **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গমনকারী**। মৃত্যুকালে আত্মা দেহত্যাগ করে চলে যায় এরূপ বিশ্বাস সচরাচর দেখা যায়। অসুররাজ হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে এবং দ্বাপরে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন-এরূপ উক্তি পুরাণে পাওয়া যায়। দেবযান এবং পিতৃযানে জীবের গমনাগমন উপনিষৎ প্রভৃতি সকল অধ্যাত্মশাস্ত্র সম্মত। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের এই গমনাগমন সূক্ষ্মশরীরের সাহায্যে ঘটে তা বলা হয়েছে। সূক্ষ্মশরীর স্থূল দেহের মত অল্পকাল স্থায়ী নয়, যুগ যুগান্তকাল অবিকৃত থাকে। সূক্ষ্মশরীরকে আত্মা বলা হলে জন্ম মৃত্যুর ব্যাখ্যাও সহজবোধ্য হয়। কিন্তু সূক্ষ্মশরীরকে আত্মা বলা যায় না। কেননা সূক্ষ্মশরীর দীর্ঘকাল, এমন কি প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থিতিশীল হলেও নিত্য নয়। এক সময় সূক্ষ্মশরীরেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আত্মা কিন্তু কিছুতেই বিনাশী স্বীকার করা যায় না। কেননা তাতে নানা প্রকার অসুবিধা বা অনুপপত্তি দেখা দেয়। যুক্তি বা বিচারের সাহায্যে জানা যায় যে, **সকল গত্যর্থ ধাতুর অন্য একটি অর্থ জ্ঞান**। এই প্রসিদ্ধি অনুসারে আত্মন্ শব্দের অর্থ জ্ঞানবান্। বিচার ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে জানা যায় যে, এই জ্ঞানবান্ বস্তুটির স্বরূপ নিত্য, নিরবয়ব, পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ও দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা।

শাস্ত্রের দ্বারা আত্মার পরিচয়ঃ-

যুক্তিতর্ক ছাড়াও শাস্ত্রের দ্বারা আত্মার পরিচয় লাভ করা যায়। **'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ', 'বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা', 'দ্যাবাভূমি জনয়ন দেব এক'** ইত্যাদি নানা শ্রুতির দ্বারা আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি যাঁরা বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাঁরাও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করে বেদপ্রামাণ্যবাদীকে নিজ পক্ষে আনার প্রয়াস পেয়েছেন। আত্মস্বরূপ দুর্জ্ঞেয় বলেই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এক একজনে এক এক রকমভাবে করার চেষ্টা করেছেন বলা যায়।

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

আত্মার বিভাগ ও পরিমাণঃ-

জ্ঞানাধিকরণত্ব আত্মার লক্ষণ। এই আত্মা **পরমাত্মা** ও **জীবাত্মা** ভেদে দুপ্রকার। পরমাত্মা এক এবং সর্বজ্ঞ। তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্ম, অন্তর্যামী প্রভৃতি পরমাত্মার নামান্তর। জীবাত্মা শরীর ভেদে নানা। বিভুত্ব ও নিত্যত্ব আত্মা মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। অনাদি ও অবিনশ্বর হওয়ায় জীবাত্মা নিত্য। আত্মা দ্রব্য পদার্থ হওয়ায় তাতে অবশ্যই পরিমাণ থাকবে। কেননা দ্রব্য কখনো পরিমাণহীন হতে পারে না। **আত্মার পরিমাণ অনু পরিমাণ বলা যায় না**। কারণ দেহাশ্রিত আত্মা অনু-পরিমাণবিশিষ্ট হলে সমস্ত দেহ জুড়ে সময়বিশেষে যে সুখ দুঃখের অনুভব হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আত্মার পরিমাণ মধ্যম বা মহৎ পরিমাণও বলা যায় না। কেননা মধ্যম পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য মাত্রেই সাবয়ব। আর সাবয়ব দ্রব্য মাত্রেই আদ্যন্ত যুক্ত অর্থাৎ উৎপাদ-বিনাশশীল। সেক্ষেত্রে আত্মা অনিত্য হয়ে পড়বে। আত্মাকে অনিত্য বললে **কৃতহান** ও **অকৃতাভ্যাগম** এই দু'প্রকার দোষ হয়। কর্মবাদ অনুসারে, যে কর্ম করে সেই কর্মফলভোগ করে। এই নিয়ম সর্বজনমান্য বা গ্রাহ্য। কর্ম করা হল অথচ ফলভোগ ঘটল না-এরূপ স্বীকার করা হলে কৃতহান দোষ হয়। কর্ম করা হল না অথচ ফলভোগ হল-এরূপ বলা হলে অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। আত্মাকে বিনাশী (অর্থাৎ অনিত্য) বলা হলে এই জন্মে কৃত কর্মসমূহ মৃত্যুর পর নিষ্ফল হয়ে যাবে। ফলে কৃতহান দোষ ঘটবে। আবার আত্মার যদি উৎপত্তি মানা হয় (অর্থাৎ অনিত্য) তাহলে কর্ম না করেও সে সুখদুঃখের ফলভোগ করবে। ফলে **অকৃতাভ্যাগম** দোষ ঘটবে। **আত্মাকে পরম মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট বা বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপক দ্রব্য বললে উপরোক্ত দোষ ঘটে না**। কেউ কেউ অবশ্য জীবাত্মাতে **ভোগসাংকর্য** দোষের কথা বলেন। জীবাত্মা বিভু হলে যাবতীয় শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় একের সুখদুঃখ অন্যের ভোগযোগ্য হয়ে পড়বে। ফলে ভোগসাংকর্য দেখা দেবে। এই দোষ পরিহারের জন্য নৈয়ায়িকগণ অদৃষ্ট স্বীকার করেন। ভোগ অদৃষ্ট দ্বারা নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত। জীবগণের অদৃষ্ট (অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম) বিভিন্ন। এই অদৃষ্টবশতঃ বিভিন্ন জীবাত্মার বিভিন্ন শরীরের সাথে সংযোগ থাকলেও কেবল একটি শরীরেই আমিত্ববোধ হয়, অন্য শরীরে আমিত্ববোধ হয় না। ফলে এক ব্যক্তি এক শরীরের সুখ দুঃখ ভোগ করে, অন্য শরীরের সুখ দুঃখ ভোগ করে না। জীবাত্মা বিভু হলে স্থানাভাবের আশংকাও দেখা দিতে পারে। দুটি বস্তুর পরস্পর সংযোগ হলে সমুদায়ের আকার বৃদ্ধি পায়-একথা সর্বজন প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জীবাত্মারা বিভু হলে তাদের পরস্পর সংযোগ এবং আকাশাদি অন্য বিভু পদার্থের সাথে সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। ফলে সমুদায়ের পরিমাণ এমন বিশাল হবে যে স্থানাভাবের আশংকা দেখা দেবে। এই দোষ পরিহারের জন্য নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, বিভু দ্রব্য মাত্রেই ক্রিয়াশূন্য। ক্রিয়া ছাড়া সংযোগ হয় না। ফলে বিভু দ্রব্যের পরস্পর সংযোগ হতেই পারে না। কাজেই স্থানাভাবের আশংকা অমূলক।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

জ্ঞানসমবায়িকারণত্বে আত্মার লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ও জীবাত্মার সংখ্যাঃ-

মনে রাখা প্রয়োজন যে, আত্মার লক্ষণ করা হয়েছে জ্ঞানাধিকরণত্ব। জ্ঞান একটি গুণবিশেষ; আর আত্মা দ্রব্য পদার্থ। গুণ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। আত্মা জ্ঞানের অধিকরণ হওয়ায় আত্মাতে জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলা যায়। কিন্তু **জ্ঞানসমবায়িকারণত্বকে আত্মার লক্ষণ বলা যায় না**। কারণ পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য। নিতা পদার্থের কোন কারণ অপ্রসিদ্ধ। কেবল জন্য বা অনিত্য পদার্থের কারণ স্বীকার করা হয়। এই জন্য জ্ঞানসমবায়িকারণত্বকে আত্মার লক্ষণ বলা যায় না। কেননা পরমাত্মাতে জ্ঞানসমবায়িকারণত্ব নেই। জীবাত্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়; পরমাত্মার জ্ঞান কিন্তু অনাদি ও অবিনশ্বর। কাজেই জীবাত্মাতে জ্ঞানসমবায়িকরণত্ব থাকে; কিন্তু পরমাত্মাতে থাকে না। ফলে লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়। **জ্ঞানাধিকরণত্বকে আত্মার লক্ষণ বলা হলে উভয় আত্মাতে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় কোন দোষ হয় না।** এইজন্য জ্ঞান সমবায়িকারণত্বকে লক্ষণ না করে জ্ঞানাধিকরণত্বকে সামান্যতঃ আত্মার লক্ষণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কেউ কেউ পরমাত্মার লক্ষণে নিত্য জ্ঞানাধিকরণত্ব এরূপ সন্নিবেশের পক্ষপাতী। তাৎপর্য এই যে, অনিত্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে আধার হবে জীবাত্মা যা সংখ্যায় বহু। কিন্তু নিত্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে আধারটি হবে পরমাত্মা বা ঈশ্বর যা সংখ্যায় এক। পরমাত্মার জ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষস্বরূপ। কিন্তু জীবাত্মার প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দবোধ ও স্মৃতিরূপ জ্ঞান হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নানা ভেদ থাকলেও উভয় আত্মাই কিন্তু জ্ঞানবান্। কাজেই জ্ঞানধিকরণত্ব উভয় আত্মার সাধারণ ধর্ম। **জ্ঞানাধিকরণত্ব ছাড়াও ইচ্ছাধিকরণত্ব ও প্রযত্নাধিকরণত্ব শব্দের দ্বারাও উভয় আত্মার লক্ষণ দেওয়া যায়**। কেননা জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই তিনটি গুণ উভয় আত্মাতে বর্তমান। জীবাত্মার বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ হ'ল: সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার। এই গুণগুলি পরমাত্মাতে কখনো থাকে না। কেউ কেউ অবশ্য পরমাত্মাতে সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সাধারণতঃ ন্যায় সম্প্রদায়ের বহুল প্রচলিত মত হ'ল: সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার -- এই চোদ্দটি গুণ; সত্তা, দ্রব্যত্ব ও আত্মত্ব- এই তিনটি জাতি; এবং **প্রত্যেকে একটি করে বিশেষ** -- এই কয়টি ভাব পদার্থের সমাবেশ জীবাত্মাতে হয়। গুণগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে সামান্য গুণ এবং অবশিষ্টগুলিকে বিশেষ গুণ বলা হয়। জীবাত্মা প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, জীবাত্মা বলতে কেবল মানুষের আত্মা বোঝায় না। মানুষ থেকে নিম্নতর জীব (যেমন, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ ইত্যাদি) এবং মানুষ থেকে উচ্চতর জীব (যেমন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি) - এক কথায় যারা জীব বা প্রাণী নামে পরিচিত তারা সকলেই জীবাত্মা নামে পরিচিত। জীবাত্মার পার্থক্য বা বৈচিত্র্য শরীরগত। শরীরের বৈচিত্র্য বা ভেদ অসংখ্য প্রকার হলেও তার দ্বারা যথার্থ আত্মবস্তুর সামান্যমাত্রও পার্থক্য হয় না। জীবাত্মা শরীরভেদে অসংখ্য বা অগণিত। কিন্তু আত্মস্বরূপের দিক থেকে অনাদি ও অবিনশ্বর হওয়ায় নিতা।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

পরমাত্মার বা ঈশ্বরের গুণ কয়প্রকার-এই বিষয়ে আচার্যগণ[1] একমত নন। তথাপি বহুল প্রচলিত মত হ'ল: সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রযত্ন - এই আটটি গুণ; সত্তা, দ্রব্যত্ব ও আত্মত্ব এই তিনটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ -- এই কয়টি ভাবপদার্থ পরমাত্মায় স্বীকৃত। এই সমুদায়ের মধ্যে একত্ব সংখ্যা, পরমমহত্ব পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই কয়টি ঈশ্বরের নিত্য গুণ। সংযোগ ও বিভাগ অনিত্যগুণ।

পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণঃ-

পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য নৈয়ায়িকগণ প্রধানতঃ অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর করেন। **ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্যত্বাৎ, ঘটবৎ**। অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুরাদি (প্রথমোৎপন্ন কার্য) কার্যের অবশ্যই কোনো কর্তা আছে, যেহেতু তা কার্য, যেমন ঘট। ঘট উৎপন্ন হওয়ায় কার্য। ঘটকার্যের কুম্ভকাররূপ কর্তা অবশ্যই স্বীকার্য। কোন কার্যের কর্তাকে কার্যের উপাদান সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ জ্ঞান, ইচ্ছা এবং কৃতিমান্ হতে হয়। ক্ষিত্যঙ্কুর অর্থাৎ ক্ষিতি-দ্ব্যণুক রূপ কার্যটি দুটি ক্ষিতি পরমাণুর সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। আমাদের মত কোন জীবাত্মার পক্ষে পরমাণুর অপরোক্ষ জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। ফলে ক্ষিত্যঙ্কুরাদি কার্যের কর্তা জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা একথা স্বীকার করতে হবে। অনুমান প্রমাণ ছাড়াও আগম বা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। পূর্বে ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, নৈয়ায়িকরা প্রথমে অনুমান প্রমাণ ও পরে শাস্ত্র প্রমাণের অবতারণা করেছেন। বেদনিরপেক্ষভাবে ঈশ্বর প্রমাণ যুক্তিবাদী নৈয়ায়িকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। অনুমান প্রমাণকে দৃঢ়তর করার জন্যই শাস্ত্র প্রমাণের উল্লেখ যুক্তিযুক্ত। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আত্মার স্বরূপ অনুমান ও শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা নির্ধারিত হলেও কোন কোন আচার্যের মতে আত্মা প্রত্যক্ষ সীমার বহির্ভূত নন। যখনই সুখ দুঃখাদি কোন বিশেষ গুণ আত্মাতে উৎপন্ন হয় তখনই 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদিরূপে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। তাৎপর্য এই যে, 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি প্রতীতীস্থলে যেরূপ সুখ দুঃখ জ্ঞানের বিষয় হয় সেইরূপ সুখদুঃখাদি গুণের আশ্রয় আত্মাও জ্ঞানের বিষয় হয়। মন-রূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মাশ্রিত সুখদুঃখাদির জ্ঞান উৎপন্ন

[1] ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মত, ঈশ্বরের গুণ নয়প্রকারঃ- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও ধর্ম; জয়ন্তভট্টের মতে দশপ্রকারঃ- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, ধর্ম ও নিত্য সুখ; রঘুনাথ শিরোমণির মতে, সাতপ্রকারঃ- সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও নিত্য সুখ; বার্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্যের মতে, সাতপ্রকারঃ- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান ও ইচ্ছা; মতবিশেষে ছয় প্রকারঃ- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও জ্ঞান।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

হয় বলে ঐ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়। এক কথায়, সুখ দুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষে প্রধানতঃ সুখদুঃখাদির স্বরূপ প্রকাশিত হলেও সুখদুঃখাদির ধর্মী যথার্থ আত্মবস্তুর প্রকাশও অনুভবসিদ্ধ। মন সমাধি সংস্কৃত অর্থাৎ যোগবলে বলীয়ান হলে আত্মদর্শনে সক্ষম হয়-এরূপ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধিও আছে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ-

আশংকা হতে পারে যে, পরমাত্মা বা ঈশ্বর ত আপ্তকাম-সদাতৃপ্ত। তাঁর ত কোন অভাববোধ থাকতে পারে না। অভাববোধ থাকলে তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্ত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত হলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন? দুঃখভোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা দুঃখভোগের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় এমন দেখা যায় না। সুখের জন্য কার্য করা লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর ত নিত্য তৃপ্ত। তাঁর পক্ষে বৈষয়িক সুখভোগের বাসনা কি আদৌ সম্ভব? সাধারণ জীবের সঙ্গে সেক্ষেত্রে তাঁর পার্থক্য কোথায়? আর যদি তিনি সৃষ্টিকার্যে সুখী না হন তাহলে তাঁর শক্তি কুণ্ঠিত বলতে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। এক কথায়, সৃষ্টিকার্যের উদ্দেশ্য কি তা বোঝা যায় না। **দ্বিতীয়তঃ**, ঈশ্বরকে যদি স্রষ্টা বলে স্বীকার করাও হয় তবে তাঁর সৃষ্টিতে এত বৈষম্য কেন -- এই প্রশ্ন থেকেই যায়। তাঁর সৃষ্টিতে কেউ ধনী, কেউ নির্ধন; কেউ সুখী, কেউ দুঃখী হয় কেন? তিনি সর্বশক্তিমান হলে সকলকে সমান করে সৃষ্টি করলেন না কেন? ঈশ্বরকে পক্ষপাতদোষদুষ্ট বলেই মনে হয়। **তৃতীয়তঃ**, ঈশ্বরের রাজ্যে এমন নৈর্ঘৃণ্য বা নির্দয়তা কেন? প্রত্যহ মৃত্যু, ব্যাধি, অত্যাচার, পীড়ন ইত্যাদির যে নৃশংস ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে তাতে তাঁর মত নির্দয় ও নৃশংস ব্যক্তি আর একটিও কল্পনা করা যায় না। তাঁর দয়াময় নামে কালিমা লিপ্ত হয় নাকি?

এই প্রকার আশংকার উত্তরে বক্তব্য এই যে, জীব নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সৃষ্টির কোন আদি নেই। জীব পূর্বেও ছিল, পরেও থাকবে। ঈশ্বর জীবের সঞ্চিত কর্ম অনুসারে অপক্ষপাত বিচার করেন মাত্র। বিচারক্ষেত্রে বাদী ও প্রতিবাদী নিজ নিজ কার্যের অনুরূপ ফলভোগ করেন। তাতে বিচারকের দোষগুণের প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই ঈশ্বর বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্যদোষে লিপ্ত হন না। **সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি স্বীকার করলে সৃষ্টিকার্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন ওঠে না**। জীবগণের অনাদি অদৃষ্টের দ্বারা সৃষ্টিকার্য পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই সৃষ্টিকার্য দ্বারা ঈশ্বর সুখী হন কি না, সৃষ্টিনাশে দুঃখী হন কি না, সুখভোগ তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা-এরূপ আশংকার অবকাশ থাকে না। মাণ্ডুক্য কারিকায় জগৎ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের ক্রীড়া এবং জগতের কর্তা ঈশ্বরকে যাদুকর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাদুকর যেমন ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রভাবে নানাবিধ জড় ও চেতন বস্তুর সৃষ্টি করে, ঈশ্বরও

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

তেমনি নিজের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির বলে জড়চেতন সমন্বিত এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন। যতক্ষণ খেলা চলতে থাকে ততক্ষণ দর্শক আত্মহারা হয়ে খেলা দেখতে থাকেন; কখনও আনন্দে উচ্ছ্বসিত, কখনও বা শোকে বিহ্বল হন। জীবও তেমনি জগৎ সৃষ্টিতে আত্মহারা হয়ে কখনও সুখ, কখনও দুঃখবোধ করে। যখন যাদুকর তার শক্তি সংবরণ করে তখন দর্শকরা ঐ রূপ অদ্ভুত কিছু দেখে না এবং যাদুকরকে দোষীও ভাবে না। জ্ঞানীগণও তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপ জানেন; এজন্য তাঁর ঈশ্বরের কোন দোষ দেখেন না। জীবগণ যাঁরা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্যকরূপে অবগত নন, তাঁরাই তাঁর নৈর্ঘৃণ্য, বৈষম্য, পক্ষপাতাদি দোষ দেখেন। অজ্ঞের ভ্রান্তি স্বাভাবিক।

ঈশ্বর স্বগুণ না নির্গুণ -- এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আচার্য শংকরের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ। অনির্বচনীয় মায়াশক্তির যোগে ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রকট হন। এই অবস্থায় তাঁর নাম ঈশ্বর। রামানুজাচার্যের মতে ঈশ্বর দিব্যকল্যাণগুণযুক্ত হওয়ায় সগুণ; আবার প্রাকৃতহেয়গুণশূন্য হওয়ায় নির্গুণ।

ঈশ্বর ও জীবাত্মা ভিন্ন, না, অভিন্ন -- এ বিষয়েও মতভেদ আছে। সাধারণতঃ এই বিভিন্ন মতগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) ঈশ্বর জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। এই মতবাদ ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসক ও মাধ্ব সম্প্রদায় এই মতবাদের সমর্থক। (২) ঈশ্বর জীব থেকে ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে -- এই মতবাদ ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। নিম্বার্কাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি এই মতবাদের সমর্থক। (৩) ঈশ্বর জীব থেকে অভিন্ন-এই মতবাদ অদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য শংকর এই মতবাদের সমর্থক।

ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা মুক্তি লাভ হয় এবং জীবের আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই- এই দুটি ব্যাপারে সকল সম্প্রদায় একমত।

উপসংহারঃ-

সমগ্র ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে 'আত্মা' সংক্রান্ত বিতর্কটি কেবল তাত্ত্বিক কৌতূহল মাত্র নয়, বরং তা মানব অস্তিত্বের পরমার্থ অনুসন্ধানের এক জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক আলেখ্য। চার্বাকের জড়বাদী দেহাত্মবাদ থেকে শুরু করে অদ্বৈত বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্ব পর্যন্ত যে বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে, তার মধ্যে নব্য ও প্রাচীন ন্যায় দর্শনের আত্মতত্ত্ব এক অনন্য, বাস্তববাদী এবং মধ্যপন্থী যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধটির সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, নৈয়ায়িকগণ

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

আত্মাকে কেবল একটি রহস্যময় বা অলৌকিক সত্তা হিসেবে ছেড়ে দেননি; বরং তাঁরা অনুভব, কঠোর লজিক্যাল রিডাকশনিজম (Logical Reductionism) এবং মহৎ পরিমাণের ধারণার দ্বারা একে একটি সংজ্ঞায়িত 'দ্রব্য' বা বস্তুনিষ্ঠ আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ন্যায় দর্শনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এবং সূক্ষ্ম শরীরের মতো আপাত-চেতন উপাদানগুলো থেকে আত্মাকে নিখুঁত যুক্তির দ্বারা পৃথক করা। বাল্য ও বার্ধক্যের স্মৃতির ধারাবাহিকতা বা প্রত্যভিজ্ঞার (Recognition) মতো মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৈয়ায়িকেরা যেভাবে দেহাত্মবাদ বা ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডন করেছেন, তা আধুনিক অবভাসবিজ্ঞান (Phenomenology) এবং মনোদর্শনের (Philosophy of Mind) অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। মনকে 'অণু' পরিমাণ এবং আত্মাকে 'বিভু' বা পরম মহৎ পরিমাণ প্রমাণ করার পেছনে তাঁদের যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে, তা একাধারে জ্ঞানতাত্ত্বিক জটিলতা এবং দেহ-মনের দ্বৈততাকে (Dualism) চমৎকারভাবে মীমাংসা করে।

বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ন্যায় মতে আত্মার যে 'আগন্তুক চৈতন্যবাদ'—অর্থাৎ চেতনা আত্মার নিত্য স্বরূপ নয়, বরং মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে উৎপন্ন একটি সাময়িক গুণ—তা ভারতীয় চিন্তাধারায় অবজেক্টিভ বা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের এক চরম নিদর্শন। শংকর বা রামানুজের মতো বেদান্তীরা একে সমালোচনা করলেও, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, সুষুপ্তি (গভীর নিদ্রা) এবং মুক্তির অবস্থায় চেতনার অনুপস্থিতির যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে ন্যায় দর্শনের এই মতবাদই সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবসম্মত।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার এই দ্বিমুখী বিভাজন এবং **'জ্ঞানাধিকরণত্ব'**-কে সাধারণ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে ন্যায় দর্শন আধ্যাত্মিক অধিনীতিবিদ্যা (Metaphysics) ও লৌকিক বাস্তবতার মধ্যে একটি সুষম সেতু বন্ধন করেছে। পরমাত্মার অস্তিত্ব সাধনে তাঁদের **'ক্ষিত্যঙ্কুরাধীন'** অনুমান প্রক্রিয়াটি পাশ্চাত্য দর্শনের সৃষ্টিতাত্ত্বিক যুক্তির (Cosmological and Teleological Argument) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বৈষম্য ও নির্দয়তার (Theodicy) মতো চিরন্তন অভিযোগগুলোকে অনাদি কর্মবাদ ও জীবাত্মার ব্যক্তিগত **'অদৃষ্টের'** ধারণার দ্বারা খণ্ডন করে নৈয়ায়িকেরা মহাজাগতিক ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার এক পরম রূপরেখা প্রদান করেছেন। এতে ঈশ্বরের দয়াময় রূপ যেমন রক্ষা পায়, তেমনি জীবের কর্মের স্বাধীনতা ও নৈতিক দায়বদ্ধতাও সুরক্ষিত হয়।

Cover Page
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

পরিশেষে বলা যায়, যদিও সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বর-জীবের সম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় মণীষীগণ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তথাপি উপাসনা ও আত্মসাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরম মুক্তিলাভের যে অন্তিম লক্ষ্য, সেখানে ন্যায় দর্শন এক অপরিহার্য ও সুদৃঢ় সোপান। জীবনের চরম দুঃখ নিবৃত্তির জন্য আত্মতত্ত্বের যে যৌক্তিক অনুধাবন প্রয়োজন, ন্যায় দর্শন অত্যন্ত সফলতার সাথে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। তাই, জ্ঞানাধিকরণ রূপ আত্মার এই যৌক্তিক ও বাস্তবমুখী অন্বেষণ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চিরকাল এক উজ্জ্বল ও ভাস্বর অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) কর, গঙ্গাধর (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)। তর্কভাষা। কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

(২) গোয়েন্দকা, জয়দয়াল (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (২০১১ খ্রীঃ)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস।

(৩) গোস্বামী,নারায়ণচন্দ্র (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(৪) চক্রবর্তী, ডঃ তপন কুমার (১৯৯৫ খ্রীঃ)। দর্শন মঞ্জরী। কলকাতা: পান্ডুলিপি।

(৫) চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ (২০০৪ খ্রীঃ)। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: দত্ত পাবলিশার্স।

(৬) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০৩ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (১ম খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(৭) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০০ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (২য় খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(৮) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০০ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (৩য় খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(৯) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০৬ খ্রীঃ)। ন্যায় পরিচয়। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(১০) ত্রিপাঠী, দিননাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৮৪ খ্রীঃ)। আত্মতত্ত্ববিবেক (১ম খন্ড)। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(১১) ত্রিপাঠী, দিননাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৯০ খ্রীঃ)। মানমেয়োদয়ঃ। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:6(3), June 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

(১২) ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (২০০৪ খ্রীঃ)। বেদান্ত পরিভাষা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৩) গম্ভীরানন্দ, স্বামী (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (৩য় ভাগ): বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

(১৪) পাদাচার্য্য, প্রশস্ত (১৯৮৪ খ্রীঃ)। প্রশস্তপাদভাষ্য। দিল্লি/কলকাতা: শ্রীসদ্গুরু পাবলিশিং হাউস।

(১৫) পাল, বিপদভঞ্জন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)। বেদান্তসারঃ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৬) ভিক্খু, বিজানন (১৯২১ খ্রীঃ)। যোগসার সংগ্রহ। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

(১৭) ভট্টাচার্য, পঞ্চানন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৭১ খ্রীঃ)। বেদান্তপরিভাষা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৮) ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। সাংখ্যদর্শন। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(১৯) ভট্টাচার্য, শ্রী মোহন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৯৫ খ্রীঃ)। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(২০) ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র (১৯৭৩ খ্রীঃ)। প্রাচীনভারতীয় মনোবিদ্যা। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(২১) মেধাচৈতন্য, ব্রহ্মচারী (১৪১৬ বঙ্গাব্দ)। বেদান্তসারের তিনটি টীকার বিশদ বঙ্গানুবাদ। হুগলি: দন্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম।

(২২) রাহুল শংকর ত্যান (১৯৩২ খ্রীঃ)। বসুবন্ধুকৃত অভিধর্মকোষ। বারাণসী: কাশিবিদ্যাপীঠ।

(২৩) শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। জৈন দর্শনের রূপরেখা। কলকাতা।

(২৪) সপ্ততীর্থ, ভূতনাথ (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। মীমাংসাদর্শনম্ (১ম খন্ড)। কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির।

(২৫) সেন, ডঃ দেবব্রত (১৯৯২ খ্রীঃ)। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।